দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 31 OCT 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৮

মাদ্রাসা শিক্ষার হালহকিকত

বিপুল সরকারি টাকা-পয়সা খরচ করা সত্ত্বেও মাদ্রাসা শিক্ষার অবস্থা খুবই খারাপ বলে একটি সাম্প্রতিক জরিপ প্রমাণ করেছে। জরিপটা করেছে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড।

দেশে সরকারি অর্থে পরিচালিত ৪৭৯০টি মাদ্রাসা আছে, যেগুলো থেকে দাখিল পরীক্ষার্থী থাকার কথা; কিন্তু তার ৫০০টি ১৯৯৭ সালে কোন পরীক্ষার্থী দিতে পারেনি। ২৫০টি থেকে তিন বছর ধরে কোন পরীক্ষার্থী নেই। মাদ্রাসার দাখিল পরীক্ষা শিক্ষার মূলধারার এসএসসি পরীক্ষার সমান বলে ধরা হয় এবং দাখিল পরীক্ষায় পাস করার পর ছাত্ররা কলেজে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। দেশের অর্ধেক মাদ্রাসা থেকে কখনই ২০ জনের বেশি পরীক্ষার্থী থাকে না। অনেক মাদ্রাসা থেকে মাত্র ৪ জন পরীক্ষার্থী দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি মাদ্রাসায় ১৪ থেকে ১৮ জন করে শিক্ষক রয়েছেন। অর্থাৎ দাখিল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক মাদ্রাসাতে শিক্ষকের সংখ্যার চেয়ে কম।

মাদ্রাসা শিক্ষায় কিভাবে সরকারি অর্থ অপচয় করা হচ্ছে, তার হিসেব পাওয়া যায় বাংলাদেশ ব্যুরো অফ এডুকেশনাল ইনফরমেশন এন্ড স্ট্যাটিস্টিক্স, সংক্ষেপে 'বানবেইস'-এর কাছ থেকে। প্রতিবছর সরকারি মাদ্রাসার একজন ছাত্রের জন্য ব্যয় করা হয় ৬৯০০ টাকা। এই পরিমাণ টাকা সরকারি মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ছাত্রপ্রতি খরচের চেয়ে বেশি, যথা টিটি কলেজ ৫৪৮৬, কলেজ ৩৭৮৫ এবং মাধ্যমিক স্কুলে ২৮৪১ টাকা। বেসরকারি দাখিল মাদ্রাসা ও মাধ্যমিক স্কুলে ছাত্র প্রতি সরকারি খরচের তুলনামূলক চিত্রটি হলো ঃ মাদ্রাসা ৯৭৯ এবং স্কুল ৬৯৮ টাকা। এসব তথ্য সম্প্রতি একটি ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষার চরম দৈন্যদশার একটি দৃষ্টান্ত দৈনিকটিতে উল্লেখ করা হয়েছে সাতক্ষীরা থানার আশাশুনি থানার ক্ষেত্রে। সেখানে ১৪টি মাদ্রাসা আছে। ১৯৯৭ সালে তার কোনটি একজনও দাখিল পরীক্ষার্থী পাঠাতে পারেনি। আরেকটি, খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানার ১৬টি মাদ্রাসার ৯টি থেকে তিন বছর ধরে কোন ছাত্র দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি। সারাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার দুর্গতি কমবেশি এরকম।

দেশের দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল স্তরের ৬,৮৩৮টি মাদ্রাসা থেকে পাস করা ছাত্ররা কর্মক্ষেত্রের জন্য কি ধরনের যোগ্যতা অর্জন করেন সে প্রশ্নে না যেয়েও বলা যায়, মাদ্রাসা শিক্ষা কোন বিবেচনাতেই 'কস্ট এফেক্টিভ' নয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তাও এ ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছেন। যেসব মাদ্রাসা ছাত্র পায় না অথবা ঠিকমত শিক্ষা দিতে পারে না সেগুলো অবিলম্বে বন্ধ করে দেয়ার সুপারিশ করা হচ্ছে।

আপাতদৃষ্টিতে মাদ্রাসা শিক্ষা সম্প্রসারিত করা হয়েছে বিচার বিবেচনা ছাড়াই। মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা দেশের উন্নয়নে অবদান রাখার মত শিক্ষা পায় সামান্যই। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর শিক্ষা বিভাগের কোন খবরদারি নেই বললেই চলে। ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের তৎপরতার মূল্যায়ন নেই। এ দরিদ্র দেশের টাকা-পয়সা মাদ্রাসা শিক্ষার নামে পানিতে ফেলা হচ্ছে। যেসব মাদ্রাসা দাখিল পরীক্ষার জন্য ছাত্র পাঠাতে পারে না সেগুলো বন্ধ করে দিয়ে সংস্কারের কাজ শুরু করা যেতে পারে।

শিক্ষাখাতের টাকা মাদ্রাসা শিক্ষার নামে এভাবে অপচয় করার অর্থ হলো মূলধারার শিক্ষাকে বঞ্চিত করা। শিক্ষাখাতের টাকা এভাবে অপচয় করাটা হবে আত্মঘাতী। সরকারের শিক্ষা কর্মকর্তাদের দেখা উচিত পাবলিক ফান্ডের ব্যয় যেন কস্ট এফেক্টিভ হয়। এতে রাজনীতি নেই, কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়ারও প্রশ্ন উঠে না; কেননা মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের অনেকেরই এত কেলেঙ্কারি আছে যে, মাদ্রাসা শিক্ষার ভাবমূর্তি অনেক আগেই নষ্ট হয়ে গেছে। ব্যাপক সংস্কার ছাড়া এর পেছনে টাকা খরচ করা ভস্মে ঘি ঢালারই নামান্তর।